সংবাদ প্রতিদিন

প্রতিদিন

প্রতিদ্বন্দ্বী

বাংলার শাহবাজের হাত ধরে আইপিএল ফাইনালে কলকাতার মুখোমুখি হায়দরাবাদ

৯

সম্ভাবনা

মোহনবাগানের জার্সিতে দেখা যেতে পারে জেমি ম্যাকলারেনকে

৯

sangbadpratidin.in
epratidin.in

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৫.০০ টাকা

*

কলকাতা সংস্করণ

শনিবার | ২৫ মে ২০২৪

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সর্বনিম্ন ২৮°/৩৬° সর্বাধিক

১০ পাতা

ভোটের মুখে নোট পাচার, ঘাটালে বিজেপি নেতার গাড়িতে ২৪ লক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল : ভোটের আবহে ফের বিজেপি নেতার হেফাজত থেকে বিপুল নগদ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য চরমে। ষষ্ঠ দফার ভোটের আগের দিন শুক্রবার ঘাটালের দাসপুরের খুকুড়দহ বাজারে এক বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে মিলল নগদ প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা। পুলিশের নাকা চেকিংয়ে আটক হওয়ার পর প্রশান্ত বেরা নামে ওই নেতা থতমত খেয়ে ওই টাকার উৎস সংক্রান্ত কোনও বৈধ নথি দেখাতে বা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাঁকে এবং যে গাড়িতে তিনি যাচ্ছিলেন, সেটিও পুলিশ আটক করেছে। প্রশান্তবাবু বিজেপির দাসপুর বিধানসভার আহ্বায়ক। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রশান্তবাবু বিজেপির হয়ে লড়াই করে তৃণমূলের কাছে হেরে যান। তৃণমূলের দেব ও বিজেপির হিরণের লড়াই ঘিরে নানা ইস্যুতে ঘাটালের নির্বাচনী আবহ ইতিমধ্যেই তপ্ত। সেই আবহে এই টাকা উদ্ধারের ঘটনা নয়া মাত্রা যোগ করেছে। বিজেপির ওই নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরেই বিজেপির আর এক নেতার হেফাজত থেকে নগদ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়।

দাসপুর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বেলা দশটা নাগাদ একটি লাল গাড়িতে চেপে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের মেচোগ্রাম থেকে দাসপুর ফিরছিলেন প্রশান্ত বেরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খুকুড়দহে বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যান ঘাটালের এসডিপিও অনিমেষ সিংহরায় ও দাসপুরের ওসি অঞ্জনি তেওয়ারি। খুকুড়দহে ব্রিজ পেরিয়ে দাসপুরে ঢোকার মুখে ওই গাড়িটিকে আটকায় পুলিশ। তখন প্রশান্তবাবু গাড়ির চালকের পাশেই বসে ছিলেন। তাঁর পায়ের সামনে রাখা মোদির ছবি সাঁটানো একটি বড় ব্যাগ থেকে থরে থরে সাজানো ৫০০ টাকার বান্ডিল উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, টাকা গুনে দেখা যায় মোট ২৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ওই টাকা সংক্রান্ত বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি প্রশান্তবাবু। ফলে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে প্রশান্তবাবুকে আটক করা হয়।

পাঁচের পাতায়

শুক্রবার ক্যানিংয়ের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —প্রতিদিন চিত্র

রেমাল তৈরি হচ্ছে, কাল মাঝরাতে তীব্র আঘাত হানবে স্থলে

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : সাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। রবিবার মাঝরাতে সাগরদ্বীপ থেকে বাংলাদেশে খেপুপাড়ার মাঝে সুন্দরবনে আছড়ে পড়বে এই ঘূর্ণিঝড়। ল্যান্ডফলের সময় ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিবেগ থাকবে। আয়লার স্মৃতি উসকে লন্ডভন্ড করে দিতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা।

দুর্যোগের আশঙ্কায় অবশ্য সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে নবান্ন। শুক্রবার বিকেলে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা-সহ দুর্যোগ মোকাবিলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক দফতরের সচিবরা। ছিলেন ওড়িশার মুখ্যসচিবও। কেন্দ্রের তরফে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তরফে পাঠানো হয়েছে সতর্কতামূলক নির্দেশিকা। তার আগে এদিন রাজ্য সরকারের তরফে নবান্নে চালু হওয়া বিশেষ কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নেন আইএএস অফিসাররা। রাজ্যের বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। নির্দেশ দেন, ঝড়ে গাছ পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গাছ কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। জল জমলে ভোটারদের ভোট দিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য পাম্পের ব্যবস্থা-সহ সব রকম পদক্ষেপ করতে হবে। বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলতে হবে জেলাশাসকদের। মুখ্যসচিবের নির্দেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনও ভোটার ভোট দিতে না পারার কথা কন্ট্রোল রুমে জানালে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সচিব ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আসলে শনিবার রাজ্যের ষষ্ঠ দফার নির্বাচন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের মতো উপকূলবর্তী জেলায় ভোট গ্রহণ। নবান্নের এক আধিকারিক জানালেন, রবিবার রাতে যেহেতু ল্যান্ডফল তাই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা হওয়ার কথা না।

পাঁচের পাতায়

জনসমুদ্রের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বারাসতে। —শুভাশিস রায়

হারাতঙ্কে ভুগছে বিজেপি, তাই টাকার খেলা : মমতা

ওবিসি-রায় নিয়ে গ্রীষ্মাবকাশের পর সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

কিংশুক প্রামাণিক
রায়দিঘি

হারাতঙ্ক রোগে ভুগছে বিজেপি। তাই শেষবেলায় গাড়ি গাড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে নেমেছে। যে এলাকায় ভোট বাকি আছে, সেখানে কোটি কোটি টাকা তারা ওড়াচ্ছে। পুলিশকে নাকা চেকিং বাড়াতে হবে। দাসপুর কাণ্ডের পর এভাবেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় স্তরে নির্দেশিকার মতোই শুক্রবার পরপর নির্বাচনী সভায় তিনি বলেছেন, ''বিজেপির টাকা যারা ছড়াচ্ছেন তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে পুলিশ সাহায্য করবে। এলাকায় এলাকায় তিনজন করে টিম করুন। টাকা বিলি করতে এলেই হাতেনাতে ধরুন।''

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলা দখল করতে বিজেপি পুরোদস্তুর একটি চক্রান্তের জাল তৈরি করেছিল। বিচারব্যবস্থারও এক-দুজন তাদের মদত করেছে। প্ল্যান এ ছিল সন্দেশখালি। প্ল্যান বি ছিল দাঙ্গা লাগানো। প্ল্যান সি সংখ্যালঘু আর তফশিলিদের বিরোধ। আর এখন বিজেপি টাকা বিলিয়ে ভোট কিনতে চায়। মমতার দাবি, ''এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের। একশো দিনের গরিব মানুষকে না দেওয়া টাকা।'' তিনি বলেন, ''তমলুকের প্রার্থী বিজেপি বলে শিক্ষকদের চাকরি খেলেন। মোদি-অমিত শাহ বলছিলেন তফশিলিদের সংরক্ষণ খেয়ে নেবে মুসলিমরা। তারপরেই রায় এল। কী করে হল? ওবিসি সার্টিফিকেটও এত তাড়াতাড়ি ক্যানসেল কি হয়? মূর্খের দল জানে না, ওবিসির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সব ধর্মের লোক আছে। বিজেপি একটা গর্দভের দল। আমরা গ্রীষ্মাবকাশের পর উচ্চ আদালতে যাব, রায় মানছি না।''

সাগর থেকে রায়দিঘি, ক্যানিং ঝটিকা সফরে শুক্রবার নিজস্ব মেজাজে মমতা। আবহাওয়া গোলমেলে। এই ঝকঝকে আকাশ, তো এই বৃষ্টি। কখনও কখনও ঝোড়ো হাওয়া। তার মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে হেলিকপ্টার সফর। আজই সুন্দরবন এলাকায় প্রচার সেরে নিতে হবে। না হলে প্রবল ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস শনি-রবিতে। তাই সকাল সাড়ে দশটাতেই তৃণমূলনেত্রী বেরিয়ে পড়লেন গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে।

এবার প্রথম থেকে শেষ মুখ্যমন্ত্রী নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট ধরে ধরেই বক্তব্য রাখছেন। ৪ এপ্রিল প্রথম নির্বাচনী জনসভা থেকে এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা সফর, শতাধিক কর্মসূচিতে নানাবিধ রূপ দেখা গিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য একটাই, নরেন্দ্র মোদিকে দিল্লির মসনদ থেকে সরানো। সবচেয়ে বড় ইস্যু মোদির 'মিথ্যাচার'। জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস থেকে 'বায়োলজিক্যাল' জন্ম। মমতার লাগাতার আক্রমণ। মোদির দাবি অনুযায়ী তাঁর নাকি বায়োলজিক্যাল জন্ম নয়, আধ্যাত্মিকভাবেই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। এ কী বলছেন প্রধানমন্ত্রী? হইচই পড়ে গিয়েছে ভোটের ময়দানে। এদিন বিস্ময় প্রকাশ করে মমতা বলেন, ''আগে বলা হল প্রভু জগন্নাথ নাকি মোদির ভক্ত। এখন বলছে বায়োলজিক্যাল জন্ম নয়, ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। বাপরে বাপ! মিথ্যা কথা বলার একটা লিমিট আছে। যত সময় যাচ্ছে তত ওনার মিথ্যা বাড়ছে। কেউ কেউ বিশ্বাসও করছেন। কেন বিশ্বাস করছেন আমি জানি না। আমার জিজ্ঞাসা, ঈশ্বর কি কাউকে দাঙ্গা করতে পাঠায়? ঈশ্বর কি কাউকে সংবিধান শেষ করতে পাঠায়? ঈশ্বর কি ভেদাভেদ করতে পাঠায়?

পাঁচের পাতায়

এবার বিজেপির দম্ভচূর্ণ: অভিষেক

অর্ণব দাস ও সুরজিৎ দেব

বারাসত ও জয়নগর : একদিকে সন্দেশখালি, অন্যদিকে, রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়ার হুমকি— দুই ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে জনসভা আর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে রোড শো করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মোদি-শাহরা বারবার দাবি করেছেন ৩০ আসন বাংলা থেকে পাবে বিজেপি। বিজেপির সেই দাবিকে নিশানা করে অভিষেকের তোপ, "বিজেপি এতটাই নির্লজ্জ যে, ৩০-৩৫টা আসন জিতলে তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলার সরকারকে ভেঙে দেবে বলছে। মানুষ এই ঔদ্ধত্যের জবাব দেবে। বিজেপির দম্ভ চূর্ণ হবে।" পরে বারাসতের রোড শো শেষে সন্দেশখালির ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন। এই বারাসতেই সভা করে সন্দেশখালির কিছু মহিলাকে নির্যাতিতা দাবি করে তাদের দুর্গা বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদি। বলেছিলেন, বাংলায় সন্দেশখালির ঝড় উঠবে। বারাসত স্টেডিয়াম থেকে এদিন চাঁপাডালি মোড় পর্যন্ত রোড শো শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়েই অভিষেকের

> **বিজেপি এতটাই নির্লজ্জ যে, ৩০-৩৫টা আসন জিতলে তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলার সরকারকে ভেঙে দেবে বলছে। মানুষ এই ঔদ্ধত্যের জবাব দেবে। বিজেপির দম্ভ চূর্ণ হবে।**
>
> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

জবাব, "মা দুর্গাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করেন। দিলীপ ঘোষ মা দুর্গার চোদ্দো পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তা করি না। আমরা রাজনৈতিক লড়াই লড়ি।" প্রসঙ্গত, বারাসতে দলের প্রার্থী কাকলি ঘোষদস্তিদারের কিছু হোর্ডিং এদিন চোখে পড়ে অভিষেকের, যাতে দশভুজা রূপে কাকলিকে দেখানো হয়েছে। সেই হোর্ডিং খুলিয়ে অভিষেকের বক্তব্য, "আমরা মা দুর্গাকে রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে রাখি।"

মগরাহাটের হলুদবেড়িয়ায় জয়নগরের প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলের সমর্থনে বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে ২০০৮-এর প্রসঙ্গ টানেন অভিষেক। বলেন, "২০০৮-এ পরিবর্তনের প্রথম

পাঁচের পাতায়

নন্দীগ্রামে হামলা তৃণমূল অফিসে

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : ভোটের আগের দিনও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে, দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির হামলার জেরে তেতে উঠল নন্দীগ্রাম। গত তিন দিনে সংঘর্ষে জখম হয়েছেন ১৭ জন। স্থানীয় সোনাচূড়া, গোকুলনগর, সাউদখালি, ভেটুরিয়া, বিরুলিয়ার বেশ কিছু এলাকায় ঘরছাড়া হয়েছে ২৮৭টি তৃণমূল সমর্থক পরিবার। হিংসার রাজনীতিতে মদত দেওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার হন বিজেপির নন্দীগ্রাম ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় ঘড়া-সহ ৬ জন। প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে সোনাচূড়ায় খুন হন বিজেপি সমর্থক রথীবালা আড়ি। তাঁর ছেলে সঞ্জয় আড়ি-সহ কয়েকজন জখম হন। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সঞ্জয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উত্তপ্ত এই আবহেই আজ, শনিবার ভোটগ্রহণ ঘিরে কার্যত নজরবন্দি নন্দীগ্রাম। শুক্রবার মধ্যরাতে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাত ১২টা নাগাদ চার হাজার পুলিশকর্মী নন্দীগ্রামে ঢুকেছে। বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। রাতেই তিনি নন্দীগ্রামে অবস্থানে বসবেন বলে হুমকি দেন। তৃণমূল অবশ্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে রেখে বিজেপির পাল্টা সন্ত্রাসের অভিযোগ

সোনাচূড়ায় তৃণমূলের দপ্তরে আগুন নেভাচ্ছে পুলিশ।

তুলেছে। ষষ্ঠ দফায় এদিন ভোট নেওয়া হবে তমলুক (এই কেন্দ্রের আওতায় নন্দীগ্রাম) কাঁথি, ঘাটাল, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়। নন্দীগ্রামে সাম্প্রতিক অশান্তির প্রেক্ষিতে এই পর্বে সব কটি আসনেই বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী ইতিহাসে এই প্রথম নাকা চেকিংয়ের পরিবর্তে ঝাড়গ্রাম ও দুই মেদিনীপুরে ২৪ ঘণ্টা কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। আট কেন্দ্রেই র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স-সহ ইস্টার্ন ফ্রন্ট রাইফেলসের ব্যাটালিয়ন মোতায়েন

পাঁচের পাতায়

নিউটাউন

সাংসদ খুনের পিছনে সোনা পাচারের দুশো কোটি!

স্টাফ রিপোর্টার: দুশো কোটি টাকার সোনা পাচারই কি বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের হত্যার নেপথ্যে মূল কারণ? সিআইডি সূত্রে খবর, সাংসদের বাল্যবন্ধু আখতারুজ্জামান শাহিন সোনা পাচারে দুশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। ওই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আনোয়ারুল। দুজনের মধ্যে টাকা নিয়ে গন্ডগোল বাঁধে। শাহিনের বিনিয়োগের কয়েক কোটি টাকা সাংসদ আত্মসাৎ করে নেন। ওই টাকা ফেরত চান শাহিন। তা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। পাল্টা সাংসদ শাহিনের কাছে পুরনো দেনাপাওনার হিসাব চান। তদন্তে জানা গিয়েছে, শাহিন ও আজিমের সোনা পাচার ও হাওলার যৌথ ব্যবসা ছিল। হাওলার টাকা নিয়ে আগেও দুজনের ঝামেলা হয়েছিল। হাওলার জন্য দেওয়া আজিমের মোটা টাকা শাহিন ফেরত দিচ্ছিলেন না। ঢাকা পুলিশ ও সিআইডির গোয়েন্দাদের ধারণা, এই টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে সুপারি কিলার দিয়ে সাংসদকে খুন করিয়েছেন শাহিন। সিআইডি সূত্রে আরও খবর, এই কাজে যুক্ত কসাই জিহাদ হাওলাদারকে জেরা করে জানা গিয়েছে, তাকে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সাংসদকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করার পর তাঁর দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে জিহাদ সেটিকে ৮০ টুকরো করে। সাংসদের মস্তিষ্কটাকে পুরো ধুলোয় পরিণত করে দেওয়া হয়। ধৃত জিহাদকে নিয়ে দেহাংশের খোঁজে সিআইডির গোয়েন্দারা শুক্রবার কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে যান।

তবে সাংসদের দেহাংশ উদ্ধারকার্যে সিআইডি আধিকারিকদের বার বার বিভ্রান্ত করেছে জিহাদ।

ছয়ের পাতায়

এক ঝলক

শেষ মেট্রো রাত ১১টায়

■ **কলকাতা : রাত ১১টায় দমদম ও কবি সুভাষ থেকে দুটি বিশেষ ট্রেন চালু করল মেট্রো রেল। সোম থেকে শুক্র এই বিশেষ ট্রেন দুটি চলবে বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। কলকাতায় মেট্রো পরিষেবার সময় বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের। যাত্রী হবে না জানিয়ে মেট্রো তাতে কর্ণপাত করেনি। শুক্রবার রাতে অবশ্য দুটি ট্রেনেই হাতেগোনা কয়েকজন যাত্রী ছিলেন।**

শহরে ১৪৪-এর নির্দেশে বিভ্রান্তি

■ **কলকাতা : শুক্রবার কলকাতা পুলিশের জারি করা ১৪৪ ধারার একটি রুটিন নির্দেশ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়। মধ্য কলকাতার একটি অংশে সারা বছরই ১৪৪ ধারা জারি থাকে। দু'মাস অন্তর কলকাতা পুলিশ এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়। শুক্রবার এই ধরনের একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল জানান, এই বিজ্ঞপ্তিতে নতুনত্ব কিছু নেই।**

ডিজিটালে ভরসা নেই, মোদির জন্য দশাশ্বমেধে হনুমান চালিশা

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত
বারাণসী

অর্ধচেতন ভারতীয়কে আজও ঘুম থেকে জাগানো যায়নি। তাই দেশবাসী আজ ব্যস্ত আসন দখলের লড়াইয়ে।

আর তার জন্য হিন্দু-মুসলমান নামের ভোটমশলা বেশ করে বেটে চলেছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারপরেও বলা যায়, উন্নয়নেও ভরসা নেই। ধর্ম ও বিভাজনের অস্ত্রে শান শাসকের। বারাণসীতে উন্নয়নের তুলনায় ধর্মপ্রচারে জোর গেরুয়া শিবিরের। অন্যদিকে, রুটি ও রুজির দাবিতে রাস্তায় বিরোধী জোট। শাসকের বিরুদ্ধে গলা ফাটাতে বিশ্বনাথ ধামে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, অখিলেশ-জায়া ডিম্পল যাদবরা।

ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই ডবল ডবল উন্নয়ন। তার উপর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র বলে কথা। বারাণসীর রাজপথ থেকে গলি ও তস্য গলি তার প্রমাণ। রাজ্যের পাশাপাশি ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত মন্ত্রক। লক্ষ্য একটাই— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন জয়। মোদির সন্তুষ্টি। ঝাঁ-চকচকে রাস্তা, আলো ঝলমলে শহর, গ্রামীণ মহিলাদের সশক্তিকরণে একাধিক প্রকল্প। একাধিক জল প্রকল্প। বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পানীয় জল। ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস। শিক্ষিত যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। আইটিআই স্থাপন। গোপালন কেন্দ্র, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার লক্ষ্যে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বারাণসীর প্রায় প্রতিটি ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সর্বশেষ নির্মীয়মাণ আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম। কী নেই তালিকায়। ১০ বছরে বারাণসীকে উজাড় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেও প্রধানমন্ত্রীর বিপুল ব্যবধানে জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছেন না বারাণসীতে দায়িত্বে থাকা গেরুয়া শিবিরের ভোট ম্যানেজাররা। তাই দিন শেষে প্রতিদিনই পর্যালোচনা বৈঠক হচ্ছে ছেটগঞ্জের অটল ভবনে। নতুন নতুন কৌশলের খোঁজে।

যেহেতু প্রাচীন এই জনপদে সংখ্যাগুরু ধর্মভীরু হিন্দুরা, তাই পদ্মশিবিরের রণকৌশলে জায়গা পেয়েছে উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্মকর্ম। ফের প্রচারে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে হনুমান চালিশা পাঠের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজ হবে সেই হনুমান চালিশে পাঠ। হিন্দুধর্মের সমস্ত সংগঠনকে অলিখিতভাবে সেখানে হাজির থাকার ফতোয়া জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে বারাণসীর পাঁচটি বিধানসভায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারকে একই সময়ে ঘরে ঘরে হনুমান চল্লিশাপাঠ ও প্রদীপ জ্বালানোর নিদান রয়েছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বিপুল জয় কামনায় ঘরে ঘরে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করার কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। দলের রাজ্য মুখপাত্র অশোক পাণ্ডের অবশ্য দাবি, এগুলো আপনাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই বারাণসীর সংস্কৃতি বা রেওয়াজ।

অন্যদিকে, আজ বারাণসীতে যৌথ রোড শো করবেন প্রিয়াঙ্কা ও ডিম্পল। সন্ত রবিদাস মার্গ থেকে শুরু হবে এই প্রচার। সেখানে অধিক সংখ্যক মহিলাকে হাজির করার লক্ষ্য নিয়েছে জোট শিবির। আবার বেশ কয়েকটি পুজো দেওয়ার কথা প্রিয়াঙ্কা-ডিম্পল জুটির। তাঁদের কর্মসূচির জমায়েত দেখে পরবর্তী কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানান অশোক পাণ্ডে।